DEC. 24 2001

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১৬ .....

ফেব্রুয়ারির আগে ক্লাস শুরু হচ্ছে না

❑ সরকারি স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা ৮, ১০ ও ১২ জানুয়ারি

রফিকুল বাসার ॥ আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহের আগে নতুন বছরের ক্লাস শুরু করতে পারবে না রাজধানীর স্কুলগুলো। বই দেরিতে পাওয়ার পাশাপাশি ক্লাসও শুরু হবে দেরিতে। গত দু'দিন ধরে রাজধানীর ২৪টি সরকারি স্কুলে ভর্তি ফরম ছাড়া শুরু হয়েছে। এবারই প্রথমবারের মতো শিক্ষা অধিদপ্তরের সরাসরি তত্ত্বাবধানে স্কুলগুলোতে ছাত্রছাত্রী ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হবে।

আগামী ৩রা জানুয়ারি পর্যন্ত ভর্তি ফরম বিতরণ চলবে। এবার ফরমের দাম ১০ টাকা করে বাড়ানো হয়েছে। গতবার সরকারি স্কুলগুলোতে ৪০ টাকা করে ভর্তি ফরম বিক্রি করা হয়েছিল, এবার হচ্ছে ৫০ টাকা।

আগামী ৮, ১০ ও ১২ই জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে ভর্তি পরীক্ষা। তারপর ফলাফল প্রকাশ করতে এক সপ্তাহ। এরপর ভর্তি নিয়ে সরকারি স্কুলে ক্লাস শুরু করতে জানুয়ারি মাস পার হয়ে যাবে বলে কোন কোন স্কুলের শিক্ষকরা মনে করছেন। অবশ্য অনেক স্কুল তাদের পুরনো ছাত্রছাত্রী নিয়ে ক্লাস শুরু করে দিয়েছে।

ভর্তি প্রক্রিয়া অধিদপ্তর নিজের দায়িত্বে নেয়ার ফলে বিভিন্ন স্কুলের প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকারা অভিনন্দন জানিয়েছেন। তাদের মতে, তারা ঝামেলা ক্লাস ঃ পৃঃ ২ কঃ ৩

ক্লাস ঃ স্কুলে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

থেকে বেঁচে গেছেন; কিন্তু কোন কোন শিক্ষক আবার বিষয়টিকে বাঁকা চোখে দেখছেন। বলছেন, এখন প্রচুর দুর্নীতি হবে। অধিদপ্তর যে তালিকা দেবে সেই তালিকা অনুযায়ী ভর্তি নিতে হবে। তারা যদি ইচ্ছামতো মেধা তালিকা তৈরি করে তবে কিছুই করার থাকবে না। শিক্ষা অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, স্কুলগুলো যে ডোনেশন নিয়ে ভর্তি করাত, অভিভাবকদের কাছ থেকে টাকা নিত তা বন্ধ হবে।

অন্যান্যবার স্কুলগুলো নিজেদের নীতিমালা অনুযায়ী পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তি নিত। এবার শিক্ষা অধিদপ্তর তিন সেট প্রশ্ন করবে। তিন গ্রুপের স্কুলে ওই তিন সেট প্রশ্নে পরীক্ষা হবে। পরীক্ষার খাতা সিলগালা করে অধিদপ্তরে পাঠানো হবে। অধিদপ্তর এক স্কুলের খাতা অন্য স্কুলের শিক্ষক দিয়ে দেখাবে। তারপর স্ব-স্ব-স্কুলে মেধা অনুযায়ী ভর্তি তালিকা পাঠিয়ে দেবে। স্কুলগুলো শূন্য আসন অনুযায়ী নির্দিষ্ট-সংখ্যক ছাত্রছাত্রী ভর্তি করবে। যারা যে স্কুল থেকে ফরম নিচ্ছে তারা সেই স্কুলেই মেধা অনুযায়ী ভর্তি হবে।

প্রত্যেক ক্লাসের জন্য ১শ' নম্বরের পরীক্ষা হবে। বাংলায় ৩০, ইংরেজিতে ৩০ ও অংকে ৪০ নম্বর থাকবে। পরীক্ষার আলাদা কোন প্রশ্ন থাকবে না। উত্তরপত্রে বা খাতায় প্রশ্ন থাকবে। ওই খাতার মধ্যে উত্তর লিখতে হবে। যে ক্লাসে ভর্তি হবে তার আগের ক্লাসের বই থেকে প্রশ্ন করা হবে।

প্রথমবারের মতো অধিদপ্তর প্রশ্ন করবে বলে কোন কোন অভিভাবক চিন্তায় আছেন। কেমন প্রশ্ন হবে না হবে তা নিয়ে তাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে সংশয়। এ সুযোগে কিছু কোচিং সেন্টার খুলে বসেছে ব্যবসা। বিভিন্ন স্কুলে ভর্তি করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কোচিং সেন্টারগুলো অভিভাবকদের কাছ থেকে নিচ্ছে মোটা অংকের টাকা। স্কুলগুলোর সামনে বিক্রি করছে বিভিন্ন গাইড বই। ছেলেমেয়েকে ভর্তি করানোর নিশ্চয়তায় অভিভাবকরা ৫০ থেকে ১শ' টাকা দিয়ে এসব গাইড বই কিনছে।

সরকারের এ সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানিয়ে মতিঝিল সরকারি বালক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বললেন, সকলের ভালর জন্যে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। উদ্দেশ্য ভাল। বিশেষ করে আমাদের ভাল হয়েছে। আমাদের কাছে কেউ সুপারিশ করবে না। আমাদেরকে কোন অনুরোধ রাখার ঝামেলা পোহাতে হবে না। রাজধানীর ২৪টি স্কুলকে 'এ' 'বি' ও 'সি' গ্রুপে তিন ভাগ করা হয়েছে। প্রতি ভাগে আটটি করে স্কুল।

'এ' গ্রুপের স্কুলগুলো হলো, গভ. ল্যাবরেটরি স্কুল, মিরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, মতিঝিল সরকারি বালিকা বিদ্যালয়, নবাবপুর উচ্চ বিদ্যালয়, নিউ গভ. গার্লস হাইস্কুল, ইসলামিয়া উচ্চ বিদ্যালয় ও মোহাম্মদপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়। এসব স্কুলের পরীক্ষা হবে ৮ই জানুয়ারি। ১০ই জানুয়ারি পরীক্ষা হবে 'বি' গ্রুপের স্কুলগুলোতে। এসব স্কুল হলো, মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, নারিন্দা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা মুসলিম গভ. হাইস্কুল, বাংলা বাজার